দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের ভূমিকা

ড. মো. মারুফ নাওয়াজ

সবর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কালজয়ী বক্তৃতা এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম; এই ডাকে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্রত নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। অবশেষে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সঙগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আমাদের স্বাধীকার আন্দোলনে গণমাধ্যমের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাষক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে এদেশের গণমাধ্যম অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। শুধু লেখনী আর শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নয় এদেশের মুক্তি যুদ্ধে অসংখ্য গণমাধ্যম কর্মী তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু এদেশের গণমাধ্যম কর্মীদের রক্ত বৃথা যেতে দেননি। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই এ দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রদান, বাংলাদেশের সাংবাদিকতার উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন পরিদর্শনকালে এদেশে শক্তশালী গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নানাবিধ পদক্ষেপের মধ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠা অন্যতম।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে এনআইএমসি বা জাগই–(সাবেক জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি) ইউএনডিপি, ইউনেস্কো এবং আইটিইউ-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্পরূপে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে কার্যক্রম শুরু করে। এনআইএমসি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশে তথ্য সার্ভিস ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এনআইএমসির মূল ভবন ১২৫/এ, দারুসসালাম, এ.ডব্লুউ চৌধুরী রোড়, মিরপুর-১২১৬ তে অবস্থিত।

এনআইএমসিতে বেতার-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিষয়সমূহ,তথ্য সার্ভিসের পেশাগত প্রশিক্ষণ, চলচ্চিত্র সম্পর্কিত কোর্স, রিপোর্টিং এবং তথ্য ও উন্নয়ন যোগাযোগের উপর প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যাঁরা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত সম্প্রচার ও যোগাযোগ কর্মীদের দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞানদানের মাধ্যমে সম্প্রচার, চলচ্চিত্র ও গণযোগাযোগ কর্মকান্ডের উন্নতি সাধন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নয়ন এ ইনস্টিটিউটের মূল দায়িত্ব। উন্নয়ন যোগাযোগকে আরও গতিশীল ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা এর অন্যতম কর্তব্য। সম্প্রতি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টিভি ও বেতার চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, এর প্রেক্ষিত ও পরিধির গুণগত ও পরিমাণগত তাৎপর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ ফ্যাকাল্টিবৃন্দের পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, বেসামরিক ও সামরিক আমলাগণ, বিখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ববর্গ এখানে বিভিন্ন কোর্সের সেশন পরিচালনা করে থাকেন।

১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এনআইএমসি বিভিন্ন কোর্স অয়োজন করে আসছে। বিখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, ‘‘ আমি ১৯৮০ সালে এনআইএমসির প্রথম বাংলা সংবাদ উপস্থাপনা কৌশল প্রশিক্ষণ পাঠ্যধারার প্রশিক্ষার্থী ছিলাম। তখন শংকরে এনআইএমসির অফিস ছিল। জামিল চৌধুরী স্যার এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিজি ছিলেন। তিনি একাধারে একজন ভালো প্রশাসক ও দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকও ছিলেন। জামিল চৌধুরী স্যার এর পরে আবদুল্লাহ আল মামুন, মোস্তফা মনোয়ার স্যারদের মতো জাঁদরেল ডিজি এই প্রতিষ্ঠানে এসে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের সেই কোর্সটিতে জামিল চৌধুরী স্যার-এর নেতৃত্বে এদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আমাদের ক্লাস নিয়েছেন। যেমন- ড. নরেন বিশ্বাস, ড. সানজিদা, ওহিদুর রহমান, কবি শামসুর রহমান, ড. হুমায়ন আজাদসহ প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। আমরা যারা নিমকো থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি তারাই কিন্তু এখন বাংলাদেশের গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে গণমাধ্যমকে পরিচালিত করছি। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিভিন্ন গবেষণা কার্য সম্পাদন করে গণমাধ্যমের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন।”

নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

সাধারণত জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন ২৭টি প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রযুক্তিগত ও নন্দনতত্ত্বগত মিডিয়া বিষয়ে পরিচালনা করে, যেখানে কর্মকর্তা এবং মিডিয়া কর্মীরা অংশ নিয়ে থাকে। এছাড়াও জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট নিয়মিতভাবে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত ও গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বেশ কিছু সেমিনার, কর্মশালা, সভা-সংলাপের আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রধান কোর্সগুলো নিম্নে বর্ণিত হল-

ক্রমিক নং	কোর্সের শিরোনাম	মেয়াদ
০১	পেশাদার প্রবেশক কোর্স, বিসিএস তথ্য ক্যাডারদের (সাধারণ) জন্য	১২ সপ্তাহ
০২	পেশাদার প্রবেশক কোর্স, বিসিএস তথ্য ক্যাডারদের (প্রকৌশলী) জন্য	১২ সপ্তাহ
০৩	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের পেশাদার প্রবেশক কোর্স	১২ সপ্তাহ
০৪	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, গ্রেড-১০ কর্মকর্তাদের জন্য	০৮ সপ্তাহ
০৫	বেতার ও টেলিভিশন সংবাদ রিপোর্টিং	০৪ সপ্তাহ
০৬	ডিজিটাল অডিও রেকর্ডিং এবং সম্পাদনা	০৪ সপ্তাহ
০৭	টেলিভিশন নাটক নির্মাণ কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য	০৩ সপ্তাহ
০৮	মিডিয়া ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর কোর্স	০৪ সপ্তাহ
০৯	বেতার অনুষ্ঠান নির্মাণ কোর্স	০৫ সপ্তাহ
১০	টেলিভিশন নাট্য নির্মাণ কোর্স (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য)	০৩ সপ্তাহ
১১	ডিজিটাল ক্যামেরা পরিচালনা ও আলোক সঞ্চালনা	০৬ সপ্তাহ
১২	প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ	০২ সপ্তাহ
১৩	সংবাদ উপস্থাপনার কৌশল	০৪ সপ্তাহ
১৪	মিডিয়া পেশাদারদের জন্য	০৪ সপ্তাহ
১৫	ডকুমেন্টারি নির্মাণ প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ সপ্তাহ
১৬	ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কিং এবং সাইবার নিরাপত্তা	০৪ সপ্তাহ
১৭	শব্দশৈলী পরিচালনা কৌশল	০৪ সপ্তাহ
১৮	আধুনিক সম্প্রচার প্রযুক্তি	০৪ সপ্তাহ
১৯	বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা	০৪ সপ্তাহ
২০	নন লিনিয়ার ভিডিও এডিটিং	০৪ সপ্তাহ
২১	ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা	০৪ সপ্তাহ
২২	সম্প্রচার প্রযুক্তির উপর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ	০৪ সপ্তাহ
২৩	টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ কোর্স	০৫ সপ্তাহ
২৪	অনলাইন ডিজিটাল অডিও রেকর্ডিং এন্ড এডিটিং	০২ সপ্তাহ
২৫	কমিউনিটি রেডিওর জন্য সক্ষমতা নির্মাণ	০১ সপ্তাহ
২৬	ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রাথমিক পর্ব	১০ সপ্তাহ
২৭	পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ব্রডকাস্ট জার্নালিজম (পিজিডিবিজে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা স্কুল অফ ব্রডকাস্ট জার্নালিজমের অধীনে	৫২ সপ্তাহ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে বিসিএস তথ্য প্রবেশক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারি বাংলাদেশ তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা জনাব তানিয়া খান বলেন,'' আমারা যাঁরা নিমকোর ২০তম তথ্য প্রবেশক প্রথ্যধারায় অংশগ্রহণ করেছিলাম তাঁরা প্রত্যেকে কোর্সের প্রতিটি বিষয় খুবই উপভোগ করতাম। আমাদেরকে কোর্স প্রশাসন প্রায় সারাক্ষণ বিভিন্ন একটিভিটিজের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতেন। আমাদেরকে অনেক ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হতো। প্রচন্ড় শীতে আমরা পিটি ও শরীরচর্চা করতাম। বিকেলে আউটডোর খেলাধুলা

আর রাতে লাইব্রেরির লেখাপড়া শেষে ইন্ডোর গেমইসে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের ক্লাসরুম সেশনগুলো অনেক উপভোগ্য হতো। দেশের বরেণ্য শিক্ষকমন্ডলী আমাদের ক্লাস নিতেন। আমার এখনো মনে আছে প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রফেসর ড. আনু মোহাম্মদ, শেলী স্যার, তদানীন্তন তথ্য সচিব স্যার এভাবে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আমাদের সেশন নিয়ে আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছেন । আমরা তাঁদের কাছ থেকে যা শিখেছি তা আমাদের জীবনে পাথেয় হয়ে আছে। নিমকোর এ প্রশিক্ষণ আমাদের সার্ভিস জীবনে অনেক উপকার করেছে।

গবেষণা কার্যক্রম :

দর্শক-শ্রোতার মতামতের ভিত্তিতে সম্প্রচার যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গবেষণা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। গণমাধ্যমের উন্নয়নে এ সকল সম্পাদিত গবেষণা কর্মসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। জাতীয় গণমাধ্য ইনস্টিটিউটের এ জাতীয় গবেষণার সংখ্যা ৪৫টি।

ইনস্টিটিউটের স্টাফ :

ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন মহাপরিচালক। বর্তমানে প্রায় ত্রিশজন অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক অন্যান্য স্টাফের সহায়তায় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত। বাইরে থেকে সম্প্রচার যোগাযোগ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও পেশাদার ব্যক্তিবর্গ ও প্রশিক্ষণে অতিথিবক্তা বা সম্পদ ব্যক্তিরূপে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি :

ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণার্থী এবং সম্পদব্যক্তিদের চাহিদার প্রয়োজনে একটি লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রয়োজনীয় বইপত্র প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁদের অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। লাইব্রেরির বই এর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচশত।

ডরমিটরি :

ইনস্টিটিউটে চারতলাবিশিষ্ট একটি ডরমিটরি রয়েছে। ৩৯টি কক্ষ আছে এর মধ্যে ৭টি কক্ষ শীততপ নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ চলাকালীন এখানে অবস্থান করার সুযোগ পান।

ক্যাফেটেরিয়া :

ডরমিটরিতে একটি ক্যাফেটরিয়া রয়েছে। এখানে সম্পদব্যক্তি, অনুষদবর্গ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সাশ্রয়ীমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা:

আধুনিক ধারণযন্ত্র ও সম্পাদনা সুবিধাসহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ টেলিভিশন স্টুডিও, দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বেতার স্টুডিও, আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল সুবিধাসহ আটটি শ্রেণীকক্ষ, ইএনজি/ ইএফপি যন্ত্রসামগ্রী, ইলেক্ট্রনিকস এবং ডিজিটাল পরীক্ষণের জন্য কারিগরি গবেষণাগার, লেজার ও ইমেজ মুদ্রণের সুবিধাসহ মাইক্রো-কম্পিউটার, পাঠাগার, ডরমিটরি, ১৬ মি. মি. মুভি ক্যামেরা, ১৬ ও ৩৫ মি. মি. ফিল্ম প্রজেক্টর, ১৬ মি: মি: ফিল্ম সম্পাদনা টেবিল, স্লাইড প্রজেক্টর, ওএইচপি, ফটোকপিয়ার মাল্টিডিয়া প্রজেক্টর, হাইস্পীড ইন্টারনেট কানেকশনসহ ২১ (একুশ) টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি কম্পিউটার ল্যাব; নন লিনিয়ার অডিও, ভিডিও এডিটিং প্যানেল, ২০ MBPS ব্যান্ডউইথসহ সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস Wi-Fi জোন, ৫ (পাঁচ) টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি।

অডিটোরিয়াম:

“জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ এবং অডিটোরিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ইনস্টিটিউটের সম্মুখ ভাগে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৫ সালে “শেখ রাসেল অডিটোরিয়াম” নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ২৫০ আসনের এই অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক মহাপরিচালক জনাব ম হামিদ বলেন.“ নিমকোর প্রতি প্রথম থেকেই আমার একটা অন্যরকম ভালাবাসা বা ভালোলাগা আছেই। আমি এখানে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছি কখনো পরিচালক সংযুক্তি আবার কখনো পরিচালক প্রশিক্ষণ প্রকৌশল পদে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি নিমকোতে থাকাকালিন প্রজেক্টের আওতায় চারতলা ও পাঁচতলার এক্সটেন্সন করেছি। সামনের অডিটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আমি কাজ করেছি। ইনস্টিটিউটটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করে আসছে। জামিল চৌধুরী স্যার নিমকোর প্রতিষ্ঠা করে এই প্রতিষ্ঠানের একটা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করে গেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব হবে নিমকোকে একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা''।

কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দক্ষ মানবশক্তি ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট গত ৪৩ বছর ধরে সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও মিডিয়া প্রফেশনালসদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিশেষায়িত প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত, যাতে করে প্রশিক্ষণার্থীদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে সমর্থ করে তোলে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ভিশন-২০২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের সাথে লক্ষণীয়ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। জাতিসংঘ ঘোষণা করেছে, ২০১৬ সালে কার্যকর হওয়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোতে চলমান থাকবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল লক্ষ্য হল, দারিদ্র্য বিমোচন ও ধরিত্রী রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে করে সকল মানুষ শান্তি ও প্রগতির মাঝে বসবাস করতে পারে। গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পন বলা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্যার উপর আলোকপাত করে, মিডিয়া সেক্টরে অবদান রাখতে ইচ্ছুক মিডিয়ার কর্মী, কর্মকর্তাদের ধারণক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে নিমকোর প্রশিক্ষণ। সর্বপরি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ১৯৮০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মানব সম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।